রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৮৭

[বাংলাদেশ গেজেট, অসাধারণ, তারিখ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮০তে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়

সংস্থাপন বিভাগ

বাস্তবায়ন কোষ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮০

নং এস, আর, ও, ২১৭-এল/৮০/ইডি/আইসি/এস২-১৩/৮০-১২৪—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেনঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা**—এই বিধিমালা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রকৌশলঃ জনস্বাস্থ্য) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা, ১৯৮০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "ক্যাডার পদ" অর্থ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত পদ ;

(খ) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন ;

(গ) "শিক্ষানবিস" অর্থ ক্যাডার পদে শিক্ষানবিস হিসাবে নিবৃক্ত ব্যক্তি ;

(ঘ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল ; এবং

(ঙ) "সার্ভিস" অর্থ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রকৌশলঃ জনস্বাস্থ্য)।

মূল্যঃ ৩০ পয়সা

৩। **সার্ভিস গঠন**—(১) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রকৌশলঃ জনস্বাস্থ্য) নামে একটি সার্ভিস গঠিত হইবে।

(২) এই সার্ভিস নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে ; যথা—

(ক) সেই সকল ব্যক্তি যাহারা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে কিংবা তৎপূর্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন।

১["(খ) সেই সকল ব্যক্তি যাহারা, স্বাধীনতার পর বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য না হইলে সার্ভিস ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত হইত এইরূপ পদে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারী কর্ম-কমিশন বা বাংলাদেশ সরকারী (প্রথম) কর্মকমিশন বা বাংলাদেশ সরকারী (দ্বিতীয়) কর্মকমিশন অথবা কমিশন এর কিংবা, ক্ষেত্রমত, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭২ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে অথবা যে মেয়াদের মধ্যে উক্ত পদসমূহ উপরিউক্ত যে কোন কমিশনের আওতাবহির্ভূত করা হইয়াছিল সেই মেয়াদের মধ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে কিংবা তৎপরবর্তীকালে নিয়মিত ভিত্তিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং যাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী যে কোন সাবেক ক্যাডার সার্ভিসের বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং"]

(গ) সেই সকল ব্যক্তি যাহারা এই বিধিমালা অনুযায়ী সার্ভিসে নিযুক্ত হইবেন।

৪। **ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত পদসমূহ**—(১) তফসিলে উল্লেখিত পদসমূহ সার্ভিসের ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) তফসিলে উল্লেখিত সংখ্যক পদ হইবে সার্ভিসের ক্যাডারের প্রারম্ভিক পদের সংখ্যা এবং সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে এই ক্যাডারের পদের সংখ্যা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

৫। **নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ**—রাষ্ট্রপতি অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন অফিসার কর্তৃক সার্ভিসে নিয়োগদান করা হইবে।

৬। **নিয়োগ পদ্ধতি**—(১) এই সার্ভিস প্রারম্ভিকভাবে বিধি ৩(২)এর দফা (ক) এবং (খ) এর আওতাধীন ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং তারপর কমিশনের সুপারিশক্রমে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে, এবং

(খ) নিয়োগ বিধিতে কোন বিধান থাকিলে তদনুযায়ী 'ফিডার' পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে সার্ভিসে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(২) সার্ভিসের কোন সদস্য নূতন জাতীয় বেতন স্কেলের টাকা ১৪০০ হইতে টাকা ২২২৫ এবং টাকা ২১০০ হইতে টাকা ২৬০০ টাকার বেতন স্কেলযুক্ত কোন পদে পদোন্নতি পাইবেন না, যদি তিনি নিয়োগবিধিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত পরীক্ষায় বা টেস্টে উত্তীর্ণ না হইয়া থাকেন।

(৩) সার্ভিসের কোন সদস্যকে নূতন জাতীয় বেতন স্কেলের ১৪০০ হইতে ২২২৫ টাকার বেতন দেওয়া যাইবে না যদি তাহার প্রারম্ভিক পর্যায়ের চাকরীকাল সাত বৎসর পূর্ণ না হইয়া থাকে, এবং সার্ভিসের ক্যাডারে মঞ্জুরীকৃত পদ বিদ্যমান না থাকে।

---

১ ১৯৮২ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখের প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও, ১১-এল/৮২/ইডি/-(আইসি)-এস-২-১৩/৪০-৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৪) সার্ভিসের যে সকল সদস্য ২৩৫০—২৭৫০ টাকার নূতন জাতীয় বেতন স্কেলে পদোন্নতি পাইয়াছেন তাহাদিগকে সফলতার সহিত প্রশাসনিক ষ্টাফ কলেজে নিয়মিত কোর্স সম্পন্ন করিতে হইবে।

৭। **যোগ্যতা**—সার্ভিসে নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্ত নিয়োগ বিধিতে নির্ধারিত যোগ্যতাও শর্তের অনুরূপ হইবে।

৮। **শিক্ষানবিসি ও স্থায়ীকরণ**—(১) সার্ভিসে স্থায়ী শূন্য পদে প্রারম্ভিকভাবে নিযুক্ত ব্যক্তির শিক্ষানবিসের মেয়াদ হইবে—

(ক) দুই বৎসর, যদি তিনি কমিশনের সুপারিশক্রমে সার্ভিসে সরাসরি নিযুক্ত হইয়া থাকেন; এবং

(খ) এক বৎসর, যদি তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

সরকার শিক্ষানবিসির মেয়াদ অনধিক আরও দুই বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা—শিক্ষানবিসির মেয়াদ সমাপ্তির পরবর্তী দিবসের মধ্যে যদি কোন আদেশ প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে শিক্ষানবিসির মেয়াদ বর্ধিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) শিক্ষানবিস হিসাবে চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিসির মেয়াদে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুসারে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) শিক্ষানবিসির মেয়াদে কোন শিক্ষানবিস সার্ভিসে থাকার অনুপযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলে কমিশনের সহিত পরামর্শ ব্যতীতই তাহার নিয়োগের অবসান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তিকে সার্ভিসে স্থায়ী করা হইবে না যদি তিনি তাহার শিক্ষানবিসির নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত চাকুরী না করিয়া থাকেন, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রশিক্ষণ সফলতার সংগে সমাপ্ত ও বিভাগীয় পরীক্ষায় পাশ না করিয়া থাকেন এবং তাহার আচরণ ও কাজকর্ম সন্তোষজনক বলিয়া প্রতীয়মান না হইয়া থাকে।

৯। **জ্যেষ্ঠতা**—চাকুরীতে প্রবেশের পর্যায়ে সার্ভিসের সদস্যদের জ্যেষ্ঠতা, সার্ভিসে নিয়োগের জন্য কমিশনের সুপারিশপত্রে স্থিরকৃত মেধার-ক্রমানুসারে নির্ধারিত হইবে।

১০। **সাধারণ বিধি**—যে সকল বিষয়ে এই বিধিমালায় স্পষ্টরূপে কোন বিধান করা হয় নাই সেই সকল বিষয়ে সার্ভিসের সদস্যগণ সে বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত হইবেন যাহা সরকার কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে বা অতঃপর প্রণীত হইতে পারে এবং তাহাদের প্রতি প্রয়োজ্য হইয়াছে বা হইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজউদ্দিন আহমেদ

সচিব।

১["তফসিল

(বিধি ৪ দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক নং	পদের শ্রেণী	পদের সংখ্যা
১।	প্রধান প্রকৌশলী	১
২।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	১
৩।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬
৪।	নির্বাহী প্রকৌশলী	২৮
৫।	সহকারী প্রকৌশলী	৭৬
	মোট ...	১১২"]

১ ১৯৮৪ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখ প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও, ৪৬০-এল/৮৪/এমই (আইসি) এস-১-১৩/৮৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

মোঃ শিহাবুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ রবিউল হোসেন, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।